# Причинна

Тарас Шевченко

# সম্মোহিতা

তারাস শেভচেঙ্কো

গরজে হুংকারে প্রশস্ত দ্বীপার,
বাতাস কেঁপে ওঠে রাগে,
উইলোর উচ্চশির দোলে অস্থির,
পাহাড়ে পাহাড়ে ঢেউ জাগে।
ম্লানমুখী চাঁদ ক্ষণে ক্ষণে
আসে যায় মেঘের আড়ালে,
নীল সাগরের বুকে তরী যেন,
এই ভাসে, এই ডোবে অতলে।
ত্রিপ্রহরে কুক্কুট দেয়নি যে ডাক,
নেই কোথা কোন কোলাহল,
ওঠে থেকে থেকে পেঁচাদের হাঁক,
আড়মোড়া ভাঙে জিওল গাছের ডাল।

সেই সন্ধিক্ষণে ঐ গিরিপাদদেশে,
রহস্যময় গুল্মের রাশে,
নিশি-কালো জলের আশেপাশে,
শ্বেতবরণ কি যেন ঘুরে ফেরে।
হয় কোন কুহকিনী মৎসকুমারী ধায়
হারানো মায়ের অন্বেষণে,
নয় কোন কসাক-বীরের আশায়,
যারে ডোবায় আমোদে বিনোদনে।
নয় কুহকিনী মৎসকুমারী নয় :
চলে তরুণী চপলচরণে,
না জানে সে নিজে (সে যে সম্মোহিতা),
কি যে করে অজান্তে অজ্ঞানে।
জাদুর মায়ার ঘোরে,
ব্যাকুল হয় না তার মন,
যেন চলি মধ্যরাত্রি ভর,

নিদ্রাঘোরে খোঁজে দুনয়ন
তরুণ কসাক প্রণয়ী-বর,
বিগত বছরে যে গেছে চলে,
ফিরে আসার করে অঙ্গীকার।
হয়ত বা প্রাণ তার গেছে চলে!
নাই চীনাংশুক করিতে গুণ্ঠিত
কসাকের স্থির আঁখিদ্বয়,
শ্বেত-মুখ তার হয়নি ধৌত
তরুণীর আঁখিজলে –
কাজল চোখ নিয়েছে ঈগলে
বিদেশে বিভূয়েঁ নির্বাসনে,
দেহ গেছে বৃকদের সেবনে,–
এ লিখন তার কপালের।
বৃথাই সুন্দরী প্রতি যামিনীতে
ফেরে তার সন্ধানে।
আসবেনা কৃষ্ণ-ভ্রূযুগলধারী
ভরবে না হৃদয় সম্ভাষণে,
করবেনা উন্মোচন দীর্ঘ বেণী,
অবগুণ্ঠন দেবে না পরায়ে,
শয্যায় নয় – সমাধির ‘পরে
শায়িত সে অনাথ তনয়!

এ তার নিয়তি... ওগো মোর দয়াময়!
সে নবীনা, দণ্ড কেন দাও তারে?
হৃদয় সঁপে সে ভরেছে আদরে
কসাকের দিঠি?... ক্ষম অভাগীরে!
কে আছে তার? নেই পিতামাতা :
সঙ্গীহীনা, দূর দিগন্তে বিহঙ্গিনী একা
দাও সুদিন-সুক্ষণ,- সে সুচরিতা,
নয়ত পরজনে হানে  বিদ্রূপ শলাকা।
কি দোষ কপোতীর কপোতের প্রতি প্রীতে?
কি দোষ কপোতের, যার প্রাণ নিয়েছে ঈগলে?
হিয়া ভাঙে রোদনে শূণ্য জগতে,
উড়ে ফিরে খোঁজে, ভাবে – গেছে পথ ভুলে।
সুখের কপোতী যে – উড়ে অনেক উপরে,

বিধিরে শুধায় – কোথা সে কপোত মোর।
এ অনাথিনী অভাগিনী শুধায় কাহারে,
কে বা জানে, কে বা দেয় তারে উত্তর,
কোথা তার প্রণয়ী : সে কি বনের গভীরে,
কিবা অশ্বেরে জলপানে রত দানিয়ুবে,
কিবা অন্য-এক, পরবঁধুরে ভালবেসে,
ভুলেছে কৃষ্ণকলি ভ্রূ-যুগল তার কবে?
ঈগলের মত পক্ষ থাকত যদি আজ ওরে,
পেয়ে সজীব প্রণয়ীরে সাগরনীলের পারে;
পরবঁধু করি নাশ, বরি প্রেমে প্রাণভরে,
প্রণয়ীরে নিহত যদি দেখি, তারি পাশে লুটাই কবরে।
হৃদয় না চায় প্রেমে ভাগ বণ্টন,
মানে না মানে না সে বিধি নির্দেশ :
চায় না বাঁচতে এমন দুঃখের জীবন।
"কাঁদো", – বলে বোধ, করে মর্মাঘাত বেশ
হে প্রিয় দেবতা আমার! এই তব অভিলাষ,
এমনি তব সুখ, এমনি নিয়তি বিলাস!
চলে ফিরে সে, ওষ্ঠ নির্ভাষ নির্বাক
প্রশস্ত দ্বীপার অধীর অস্থির
হাওয়ায় ছেঁড়া কালো মেঘের ঝাঁক,
সমুদ্রপারে জমে অবকাশে বিরতির,
আকাশে শশীর হাস্যে একই শোভায়
নদী ও বনের পরে আভা সে ছড়ায়
চারিদিক, সর্বসত্ত্বা নীরব বধির।
চকিতে দ্বীপারের বুকে শিশুদল
ভেসে ওঠে, হাসে খেলে,
"চল রোদ পোহাই! – কলরবে –
সুয্যি গেছে ঘরে!" (নগ্ন সকলে
মাথায় বেণী শুধু, বালিকা হবে)।

. . . . . .

"সবাই আছ তো একসাথে? – বলে ওঠে মা
চল যাই ভোজনের সন্ধানে
খেলা খেলে, বেড়িয়ে ঘুরে
মেতে উঠি সেই গানে
উঃ! উঃ!

খড়-বিচালির ভুত, ভুত!
আমার জনম দিয়ে যে মা,
ভাসিয়ে দিল কোন ঠাঁয়ে বা
একরত্তি চাঁদের কণা!
আমার প্রাণের সোনা!

এসো তবে মাতি নৈশভোজে
কসাকের দেহ ঝোপঝাড়ের খাঁজে
আছে ঐ লতাপাতার আড়ালে,
রূপার আংটি তার আঙুলে
তরুণকায় সে, কৃষ্ণকালো ভ্রূ
গতকাল পাওয়া গেছে হতে প্রান্ত মরু
আলো দাও খোলামাঠে আরো কিছুক্ষণ
বেড়াই যেন ভরিয়ে দিয়ে মন
এখনো উড়ে-বেড়ায়নি ডাইনীরা
হাঁক-ডাক দেয়নি কুক্কুটেরা
দাও আলো··· কে করে চলাফেরা
ঐ ওক-গাছতলায় কারা
উঃ! উঃ!
খড়-বিচালির ভুত, ভুত!
আমার জনম দিয়ে যে মা,
ভাসিয়ে দিল কোন ঠাঁয়ে বা।”

কলরবে হাসে খৃষ্টে অদীক্ষিত শিশুরা...
বন তার উত্তরে; তোলে ঝড়,
দস্যুর আগ্রাসন যেন। যেন উন্মাদ ওরা,
বাতাসের আঘাত ওকের পিঠের উপর... চুপ কর ....
ক্ষান্ত হয় অদীক্ষিতেরা,
দেখে – কে যেন
কাণ্ড বেয়ে ওঠে উপরে
উচ্চ শাখার দিকে।
এ যে সেই তরুনী,
নিশিভর যার পদচারণ –
যাদুর মায়ায় হয়ে মোহিনী
সম্মোহিতা করে বিচরণ!

প্রশাখা বেয়ে শীর্ষে হয়ে উপনীতা
দাঁড়ায় এক নিমেষ.... হৃদয়ে আলোড়ন!
চারিদিকে দেখে স্তব্ধতা
গাছ বেয়ে নামে নীচে তখন!
ওক গাছ ঘিরে নীরবতা
অশরীরী মৎসকুমারীরা থাকে অপেক্ষায়;
ধরা পড়ে তরুণী, সম্মোহিতা,
স্পর্শে স্পর্শে হয় কাতর হায়।
বিস্ময়ে আঁখি ভরে দেখে
তার বিরল রূপ, যেন পটে আঁকা...
শোন ঐ ত্রিপ্রহরে কুক্কুটের ডাকা! –
জলে জাগে জোয়ারের রেখা।
ওড়ে ভরতপাখী গেয়ে গান,
ভোরের আকাশে বাতাসে;
কোকিল ডাকে কুহু রবে,
ওকের শাখার 'পরে বসে;
মাতে কূজনে বুলবুল –
অস্ত গেল চাঁদ বিষাদে;
পর্বতের ওপারে ঊষার আভা;
হলধর গায় গান গম্ভীর নিনাদে।
নদীর তীরের কুঞ্জে আঁধারের শেষ শোভা,
সে পথে গেছে পোলিশ সেনা;
দ্নীপ্রোর পারে সুপ্ত নিথর
মৌন সমাধি-স্তম্ভ স্মৃতি-কণা;
বনের কোণায় অস্ফূট মর্মর
ঘন লতায় পাতায় আলোচনা।
তরুণী ঘুমায় ওকবৃক্ষ পদতলে
পদচিহ্নে আঁকা পথে চেনা।
এমনই থাকে সে নিদ্রা-আলিঙ্গনে,
না শোনে কোকিলের কুহুরব,
যতবার ডাকে কুহু তত দিন আছে আয়ু জীবনে...
গভীর ঘুমের গহ্বরে সে যে নীরব।
এ সময় বনের গভীর হতে
হয় কসাকের ঝটিকা উদয়
কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে

হয় চলে কোনক্রমে হায়।
“হয়েছি ক্লান্ত বড়, বন্ধু!
আজ লব বিশ্রাম
ঘরের দুয়ারে এসেছি, প্রিয়া আমার
দেবে খুলে দ্বার।
কে জানে হয়ত বা
খুলেছে দুয়ার কি সে
অন্য কাহারও তরে...
চল, চল, ত্বরা চল,
গৃহে চল যাই এবারে!”
অশ্ব বড় শ্রান্ত তাই,
চলতে চলতে পায় বাধা, –
কসাকের হৃদয়ে বিপদের সংকেত
সাপের কুণ্ডলীর মত ধাঁধা।
“এই সেই দীর্ঘ ওক নিয়ে কুঞ্চিত পাতার ভার...
ঐ যে সে! নেই শেষ ঈশ্বরের দয়ার!
দেখ, আমার পথ চেয়ে গেছে ঘুমিয়ে,
নীলাক্ষী প্রিয়তমা আমার!”
অশ্ব ফেলে ধায় তার পানে –
“প্রিয়া আমার, প্রাণ আমার!”
ডাকে তারে, করে চুম্বন আদর...
না, নিশ্চল দেহে প্রাণ ফিরবে না আর।
“কিসের বিধানে তোমার সঙ্গে আমার
এ বিচ্ছেদ চিরতরে?”
অট্টহাস্যে, দৃঢ়পদে চরম আঘাতে
শির ভাঙে ওক গাছের উপরে!
ভোরের আলোয় যায় কৃষিকাজে
তরুণীদল গান গেয়ে পথে –
কেমনে মাতা দেয় বিদায় আত্মজে,
তাতার কেমন করে যুদ্ধ রাতে।
দেখে – সবুজ ওক তলে
ক্লান্ত অশ্ব এক দাঁড়িয়ে ঝিমায়,
তারই পাশে ভূমিতলে
তরুণ কসাক আর তরুণী লুটায়।
কৌতূহলীর দল (অপ্রিয় সত্য না বলে কেহ)

এসে জমে, ডরাতে মানুষ জন;
দেখে যুগলের মৃতদেহ –
দ্রুত তারা করে পলায়ন!
সখীরা হয়ে একত্রিত,
শোকাহত মোছে অশ্রুধারা;
অন্য জনেরা হয়ে উপস্থিত
জমি খুঁড়ে কবর গড়ে তারা;
আসে পূজারীরা ধরে নিশান,
বিদায়ের ঘন্টা ঐ বাজে।
মেনে সব আইন ও বিধান
কবর দিতে এল সকল সমাজে।
রইল পড়ে ঐ পথের ধারের
ক্ষেতের পাশে কবর দুটি।
নেই কোথা কেউ প্রশ্ন করার
কিসের তরে দিল প্রাণ এ জুটি?
রোপণ হল কসাকের সমাধির পর
বৃক্ষ দুই বলিষ্ঠ – ইয়াভির ও পাইন,
অতি যত্নে তরুণীর মাথার উপর
ফুটল রক্তলাল কালিনা।
কোকিল এলে বসে তার ডালে
গায় গান কুহু ডাকে
প্রতি রাতে আসে বুলবুল
প্রাণ ভরে সুরে চারিদিকে
এ গানের মধুর আবেশে,
জেগে ওঠে চাঁদ আকাশে,
দ্বীপারের বুক থেকে আসে উঠে
মৎসকুমারীরা উষ্ণতার আশে।

তারাস শেভচেঙ্কো
১৮৩৭ সাল, সেন্ট পিটার্সবার্গ
বাংলা অনুবাদ মৃদুলা ঘোষ

Поема «Причинна» Тараса Шевченка написана 1837 рoі у Санкт Петербурзі
Переклад бенґальською: Мрідула Гош